158299 - পুরুষরে জন্য প্রাকৃতকি রশেমরে কাপড় পরা, এর উপর বসা এবং এতে ঘুমানো হারাম

প্রশ্ন

আমার স্ত্রী বছিানার জন্য রশেমরে চাদর কনিতে চায়। আমার জন্য কি সটোর উপর ঘুমানো জায়যে হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

পুরুষরে জন্য যমেন প্রাকৃতকি রশেমরে পোশাক পরা জায়যে নইে তমেনভাবে তার জন্য এর উপর বসা, ঘুমানো বা এটা গায়ে জড়ানো জায়যে নইে। কারণ সহহি বুখারীতে (৫৮৩৭) হুযাইফা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি বলনে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদরেকে মোটা ও চকিন রশেমী বস্ত্র পরধিান করতে ও তাতে বসতে নষিধে করছেনে।”

হাফযে ইবনে হাজার রাহমিাহুল্লাহ বলনে: হাদসিরে ভাষ্য: “এর উপর বসতে নষিধে করছেনে” যারা রশেমরে উপর বসা নষিদ্ধি বলনে হাদসিটরি এ অংশ তাদরে পক্ষে শক্তশিালী দলীল। এটাই অধকিাংশ মাযহাবরে অভমিত। ইবনে ওয়াহব তার জামে‘ গ্রন্থে বর্ণনা করনে, সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস বলনে: রশেমরে উপর বসার চাইতে জলন্ত অঙ্গাররে উপর বসা আমার কাছে প্রয়ি।”[সংক্ষপেে সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়মি রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “যদি এই বক্তব্যটা না আসত তদুপরি পরা থকেে নষিধে করা বসা ও গায়ে জড়ানো থকেে নষিধে করাকওে অন্তর্ভুক্ত করত। আরবী ভাষায় ও ইসলামী শরয়িতে এটাকে পরধিান বলা হয়। যমেন আনাস বলনে: ‘আমি আমাদরে একটি চাটাই আনার জন্য উঠে গলোম যা অধকি পরধিানরে কারণে কালো হয়ে গয়িছেলি।’ [বুখারী: ৩৮০, মুসলমি: ৬৫৮] বছিানার চাদর হসিবেে ব্যবহার করার নষিধোজ্ঞাকে অন্তর্ভুক্তকারী সাধারণ শব্দ যদি উদ্ধৃত না হত তদুপরি নছিক কয়িাস এই নষিধোজ্ঞাকে আবশ্যক করত।”[সমাপ্ত] ই’লামুল মুওয়াক্কঈিন (২/৩৬৬)]

ইমাম নববী রাহমিাহুল্লাহ তার ‘মাজমূ’ বইয়ে (৪/৩২১) বলনে:

“পুরুষরে জন্য মোটা ও চকিন রশেমরে কাপড় পরধিান করা, এর উপরে বসা, এর দকিে ঠসে দওেয়া, এটা দয়িে আবৃত করা, এটাকে পর্দা হসিবেে গ্রহণ করা এবং অন্য সব ধরনরে ব্যবহারই হারাম। এতে কোনো মতভদে নইে। শুধু রাফয়েী থকেে বর্ণতি একটা বচ্ছিন্নি মত আছে যে পুরুষরে জন্য এর উপরে বসা বধৈ। এ মতটি বাতলি, স্পষ্ট ভুল এবং এই সহীহ হাদীসরে বপিরীত। এটাই আমাদরে মাযহাব। পরধিানরে বষিয়ে ইজমা সংঘটতি হয়ছে। অন্য বষিয়গুলোকে ইমাম আবু হানীফা জায়যে

বলছেনে। আর হারাম হওয়ার ব্যাপারে আমাদরে সাথে একমত হয়ছেনে: ইমাম মালকে, ইমাম আহমদ, ইমাম মুহাম্মাদ ও দাউদসহ অন্যান্যরা। আমাদরে দলীল হচ্ছে— হুযাইফার হাদীস। তাছাড়া পরধিান করা হারাম হওয়ার কারণটা অন্যান্য ক্ষত্রেওে বদ্যিমান। এবং যহেতেু প্রয়োজন থাকা সত্ত্বওে পরধিান করা হারাম সহেতেু অন্যান্য বষিয়গুলো হারাম হওয়া আরো বশেি উপযুক্ত।"[সমাপ্ত]

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহয়িযাতে (৫/২৭৮) বর্ণতি আছে:

"নারীদরে জন্য রশেমরে কাপড়রে বছিানার চাদর ব্যবহার করা বধৈ হওয়ার ব্যাপারে ফকীহরা একমত। পক্ষান্তরে পুরুষদরে জন্য হারাম বলছেনে অধকিাংশ মাযহাবরে আলমেগণ; তথা মালকেী, শাফয়েী ও হাম্বলীরা।"[সমাপ্ত]

শাইখ সালহি আল-ফাওযানকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: "রশেমরে তরৈি কম্বল, লপে ও বছিানার চাদর ব্যবহার করার হুকুম কী?" তনিি উত্তর দনে: "পুরুষদরে জন্য রশেমরে লপে ও বছিানার চাদর ব্যবহার করা জায়যে নইে। কনেনা আল্লাহ পুরুষদরে জন্য এটা হারাম করছেনে।"[সমাপ্ত]

[আল-মুন্তাকা মনি ফাতাওয়াল ফাওযান (৭/৯৫)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

জনেে রাখা বাঞ্ছনীয়: হারাম হলো প্রাকৃতকি রশেম; কৃত্রমি রশেম নয়। এ ব্যাপারে জানার জন্য পড়ুন: 30812 নং প্রশ্নোত্তর।

সুতরাং চাদরটা যদি প্রাকৃতকি রশেমরে হয়ে থাকে তাহলে আপনার জন্য এর উপর বসা বা ঘুমানো জায়যে হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।